প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

ফৌজদারী আপিলের এখতিয়ার

ক্রিমিনাল আপিল নং 567/2019

S°L°P° (Crl) 10246/2018 থেকে উদ্ভূত

রফিক কুরেশি..... আপিলকারী (গণ)

বনাম

নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো
ইস্টার্ন জোনাল ইউনিট.....বিবাদীপক্ষ (গণ)

রায়

অশোক ভূষণ,বিচারপতি

1. এই আপিল কলিকাতা হাইকোর্টের 17.04.2018 তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যাতে আপীলকারী কর্তৃক Narcotic Drugs and Psychotropic Substances অ্যাক্ট,1985 এর ধারা 21 (সি) এর অধীনে আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত ও সাজা চ্যালেঞ্জ

করে আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা আপিলকে আংশিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাকে ধারা 21(c) এর অধীনে আঠারো বছরের জন্য সশ্রম কারাদন্ড এবং 2 লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে বারো মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন।উচ্চ আদালত দোষী সাব্যস্তকরণ বজায় রেখে সাজা কমিয়ে ষোল বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং 2 লক্ষ টাকা জরিমানার দন্ডাদেশ প্রদান করেন এবং খেলাপি হিসাবে, আপিলকারীকে ছয় মাসের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করার আদেশ দেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিল করা হয়েছে।এই আদালত 26.11.2018 তারিখে দণ্ডাদেশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে নোটিশ জারি করেছে।

2. আমরা আপিলকারীর কৌসুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে অভিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শুনেছি।

3. আপিলকারীর পক্ষে অভিজ্ঞ কৌসুলি পেশ করেছেন যে আপিলকারীকে দশ বছরের বেশি কারাদণ্ড দেওয়া যেত না যা ধারা 21(c) এর অধীনে অপরাধের জন্য ন্যূনতম সাজা হিসাবে স্বীকৃত, যেহেতু অধস্তন আদালত Narcotic Drugs and Psychotropic Substances অ্যাক্ট,1985 এর ধারা 32(B) এর উল্লেখ করেন নি এবং কোন রায় বর্ণনা করেন নি যাতে বর্তমান

মামলার তথ্যে উপস্থিত ন্যূনতম কারাবাসের অপেক্ষায় উচ্চতর দণ্ডাদেশ আরোপ করার জন্য কোন তথ্য আছে যা ধারা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত আছে। তিনি পেশ করেছেন যে ন্যূনতম কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি শাস্তি ধারা 32 বি অনুযায়ী তখনই প্রদান করা যেতে পারে যখন 32 (B) ধারার (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত কোনও কারণ উপস্থিত থাকে। বর্তমান মামলার ধারা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত তথ্যের অধিকতর খারাপ কোন তথ্য এখানে উপস্থিত নেই, আপিলকারীকে কেবল দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে, যা ধারা 21(c) এর অধীনে শাস্তির সর্বনিম্ন সাজা।

4. আপিলকারীর পক্ষে অভিজ্ঞ কৌসুলি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই মতামত নিয়েছে যে ধারা 32 বি-তে উল্লিখিত কারণগুলিতে রূপান্তর না করে ট্রায়াল কোর্ট ন্যূনতম শাস্তির চেয়ে বেশি চাপিয়ে দিতে পারে না।তিনি রাজ কুমার বাজপেয়ী বনাম ইউপি রাজ্য সরকার মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যা (2016) 95 ACRC 896-এ রিপোর্ট ***করা হয়েছে।***

5. বিবাদিপক্ষের অভিজ্ঞ কৌসুলি উক্ত উপস্থাপিত যুক্তিকে খন্ডন করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আরও একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যা 14.12.2017 ***তারিখে জেল আপিল নং*** 894/2015 -এ ' রাম আস্রে বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকার' মামলায় প্রদত্ত হয়েছে যেখানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্য একক বিচারক এই মতামত নিয়েছেন যে ন্যূনতম যা নির্ধারিত ছিল তার চেয়ে বেশি শাস্তি প্রদানের সময় ধারা 32(B)এর (a) থেকে (ফ) এর মধ্যে যে বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য আদালতের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।
6. আমরা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলিদের উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনা করেছি এবং নথি পরীক্ষা করেছি।
7. বর্তমান আবেদনে যে প্রধান বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে তা Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act,1985 এর ধারা 32 বি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কিত। বিষয়গুলি হ 'লঃ-
   i) যদি 32(B) ধারার দফা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত তথ্যদির অনুপস্থিতিতে বিচারিক আদালত ন্যূনতম কারাবাসের মেয়াদের থেকে অধিকতর দন্ড আরোপের আদেশ দিতে পারতো।

ii) ন্যূনতম কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপের সময় বিচারিক আদালত দফা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত অন্য কোনও বিষয় বিবেচনায় নিতে পারে নি কিনা?

বিচার্য বিষয় দুটি সম্পর্কযুক্ত, তাই আমাদের বিষয়দুটি একত্রে বিবেচনা করতে হবে।

8. The Narcotic Drug and Psychotropic Act,1985 বিভিন্ন অপরাধ গণ্য করে এবং শাস্তির বিধান করে।বর্তমান ক্ষেত্রে, ধারা 21 (c) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ধারা 21 যা মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক তা নিম্নরূপঃ-

*"২১. **উত্পাদিত ওষুধ ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি।-যে কেউ, এই আইনের** কোনও বিধান বা এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত, উত্পাদন, অধিকার, বিক্রয়, ক্রয়, পরিবহন, আন্তঃরাজ্য আমদানির শর্ত লঙ্ঘন করে বা আন্তঃরাজ্য রফতানি করে বা কোনও উত্পাদিত ওষুধ বা কোনও উত্পাদিত ড্রাগ সম্বলিত কোনও প্রস্তুতি শাস্তিযোগ্য হবে,*

> *(a) যেখানে লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণে জড়িত, তা একটি সময়সাপেক্ষে কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হবে যা এক বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।*

(b) যেখানে লঙঘনের পরিমাণ জড়িত, বাণিজ্যিক পরিমাণের চেয়ে কম তবে স্বল্প পরিমাণের চেয়ে বেশি, দশ বছরের মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা যা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

(c) যেখানে নিয়মলঙঘনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পরিমাণ জড়িত থাকে, কঠোর কারাদণ্ডের মেয়াদ দশ বছরের কম হবে না তবে এটি বিশ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানার দন্ডও হতে পারে যা এক লক্ষ টাকার কম হবে না তবে যা হতে পারে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

তবে আদালত রায়টিতে লিপিবদ্ধ কারণ বিবেচনা করে দুই লাখ টাকার বেশি জরিমানার আদেশ দিতে পারে।"

9. বর্তমান মামলায় আমরা 32নং ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 তে 2001 সালের ধারা 9 এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে w.e.f. 02.10.2001,যা নিম্নলিখিত ভাবে কার্যকরী :-

32(B). ন্যূনতম শাস্তির চেয়ে বেশি সাজা আরোপের ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য কারণসমূহ:-যেখানে এই আইনের অধীনে *সংঘটিত যে কোনও অপরাধের জন্য ন্যূনতম কারাদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে, আদালত উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন কারণগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত কারণগুলি বিবেচনা করতে পারে সর্বনিম্ন কারাদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণের চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপের জন্য , সেগুলি হল :--*

(a) অপরাধীর দ্বারা সহিংসতা প্রদর্শন বা অস্ত্র ব্যবহার বা হুমকি দেওয়া

(b) অপরাধীর একটি সরকারী অফিস দখলে রাখা এবং অপরাধ করার ক্ষেত্রে সে সেই অফিসের সুযোগ নেওয়া

(c) নাবালকদের সেই অপরাধ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বা অপরাধ ঘটানোর ক্ষেত্রে নাবালকদের ব্যবহার করা ;

(d) এই অপরাধটি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সমাজসেবামূলক ক্ষেত্রে বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অব্যবহিত নিকটবর্তী অঞ্চলে বা শিক্ষকমহলে বা অন্য যে কোনও জায়গায় যেখানে স্কুল শিশু এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক, খেলাধুলা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করে।-

(e) অপরাধী সংগঠিত আন্তর্জাতিক বা অন্য কোনও ফৌজদারি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যা অপরাধ কমিশনে জড়িত থাকে এবং

(f) যদি অপরাধী কোন বেআইনি ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকে যা অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার ফলে সুবিধাজনক হয়।

10. Act 1985 এর বিভিন্ন বিধানের অনুধাবন ইঙ্গিত দেয় যে বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা করে। 21(c) ধারার বিধানের উপর নজর রাখলে এই মত পোষণ হয় যে সশ্রম কারাদণ্ড "দশ বছরের কম হবে না তবে এটি বিশ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে এবং জরিমানার জন্যও দায়ী হতে পারে।অন্যান্য বিভিন্ন ধারায় শাস্তি হ 'ল ধারা 15(a) এর মতো যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা হতে পারে যা ধারা 16 এর মতো যা দশ বছর

পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানাসহ হতে পারে।সুতরাং, এমন কয়েকটি বিধান রয়েছে যেখানে ন্যূনতম শাস্তি এবং সর্বাধিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।বিভিন্ন বিধানগুলি অবশ্য সাজা দেওয়ার বিষয়ে কোনও আইনী নীতি নির্দেশ করে না বিশেষত যখন ন্যূনতম এবং সর্বাধিক শাস্তি নির্ধারিত হয়, কীভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা যায়।2001 সালের 9 নং আইন অনুসারে, 31 ধারাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল যা এই মত পোষণ করে যে কোন ব্যক্তি যদি আইনের অধীনে দণ্ডনীয় যে কোনও অপরাধ কর্ম সম্পাদন বা তার প্রচেষ্টা বা কুকর্মে সহায়তা বা কুকর্ম সম্পাদনে অপরাধমূলক প্ররোচনা দেওয়ার ন্যায় যে কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার দরুন অপরাধী হয়, পরবর্তী সময়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হবে এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য মেয়াদভিত্তিক সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে যা সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের দেড় গুণ পর্যন্ত হতে পারে।

11. ধারা 32B, 2001 এর আইন 9 দ্বারা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।2001 সালের সংশোধনী আইন 9 এর উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর বক্তব্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন যা নিম্নরূপে কার্যকরী হয়েছে :

> ***:বিষয়বস্তুর বক্তব্য এবংকারণঃ-2001 সালের 9 নং সংশোধনী আইনঃ-মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক*** *পদার্থ আইন, 1985 মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের অবৈধ*

পাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রতিরোধমূলক শাস্তি প্রদান করে।বেশিরভাগ অপরাধ ন্যূনতম দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের অভিন্ন শাস্তির আহ্বান জানায় যা বিশ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে।এই আইনে মাদক চোরাচালানকারীদের কঠোর শাস্তির কল্পনা করা হলেও এটি আসক্তদের প্রতি সংস্কারমূলক পদ্ধতির বিবেচনা করে।বিচারের সাধারণ বিলম্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে আসক্তরা আইনের বিধানগুলি গ্রহণ না করা পছন্দ করেন। আইনের অধীনে কঠোর জামিনের বিধান তাদের দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।সুতরাং,দণ্ডাদেশের কাঠামোকে যৌক্তিক করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে মাদক পাচারকারীরা যারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাদক পাচার করে তাদের প্রতিরোধমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, আসক্তরা এবং যারা কম গুরুতর অপরাধ করে তাদের কম কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।এর জন্য আইনের অধীনে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের কাঠামোর যৌক্তিককরণ প্রয়োজন। গুরুতর অপরাধে লিপ্ত অপরাধীদের কঠোর জামিন বিধানের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

12. বিষয়বস্তুর বক্তব্য এবং কারণ থেকে প্রকাশ হয় যে সংশোধনী আইন দণ্ডাদেশের কাঠামোর যৌক্তিককরণের বিধান সন্নিবিশ্ট করেছে।

    ধারা 32B এমন একটি বিধান যা দণ্ডাদেশের কাঠামোকে যৌক্তিক করার জন্য সংবিধিতে আনা হয়েছে।32 বি ধারার দফা(a) থেকে (f)এ ন্যূনতম কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপের জন্য বিভিন্ন কারণ গণনা করা হয়েছে।

13. আপিলকারীর পক্ষে কৌসুলি এই পেশ করেছেন যে কোনও মামলার তথ্যে সত্যতা না থাকলে দফা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত যে কোনও কারণ উপস্থিত না হলে আদালত কারাদণ্ডের ন্যূনতম মেয়াদের চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপ করতে পারবেন না।এই প্রতিবেদন করা হয়েছে যে ন্যূনতম শাস্তির অধিক সাজা আরোপ করার লক্ষ্যে বিধিগুলিতে তথ্যসমূহ আনা হয়েছে, সুতরাং, এই জাতীয় কোনও তথ্যের অনুপস্থিতিতে কেবল ন্যূনতম শাস্তি প্রদান করা উচিত।

14. ধারা 32 বি সন্নিবেশ করানোর উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা জানতে আমাদের প্রথমে সংবিধিতে ব্যবহৃত প্রকৃত শব্দগুলি দেখতে হবে। কোনও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার পরে আদালত অভিযুক্তের কথা শোনে এবং উপযুক্ত সাজা প্রদানের জন্য অভিযুক্তের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং অপরাধ বিবেচনা করে।ধারা 32B তে উক্তি আছে যে 'আদালত উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন কারণগুলি ছাড়াও **ন্যূনতম কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে পারে' উপরোক্ত সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেঃ**

(এ) আদালত যেখানে ন্যূনতম শাস্তির মেয়াদ নির্ধারিত হয় সেখানে কারাদণ্ড বা জরিমানার ন্যূনতম মেয়াদের চেয়ে

বেশি শাস্তি আরোপের জন্য উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে পারে।

(বি) অধিকন্তু, ধারা (এ) থেকে (f) এ বর্ণিত ন্যূনতম চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপের কারণগুলি বিবেচনা করতে পারেন।

15. সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি নির্দেশ করে যে সর্বনিম্নের চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্তটি ধারা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ বা নয়। উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন কারণগুলি বিবেচনা করার জন্য আদালতের বিচক্ষণতা কেড়ে নেওয়া বা অগ্রাহ্য করা হয় না।একটি ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির দখলে এমন একটি উত্পাদিত ওষুধের পরিমান পাওয়া যায় যার পরিমাণ বাণিজ্যিক পরিমাণের সমতুল্য, ধারা 21 (c) অনুসারে শাস্তি দশ বছরের কম হতে হবে না যা বিশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।তবে ধরা যাক উত্পাদিত ওষুধের পরিমাণ বাণিজ্যিক পরিমাণের 20 গুন , সেক্ষেত্রে এটি ন্যূনতমের চেয়ে অধিক দণ্ড দেবার জন্য প্রাসঙ্গিক কারণ হতে পারে।

সুতরাং,অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে থাকা পদার্থের পরিমাণ একটি প্রাসঙ্গিক কারণ হিসেবে বিবেচিত, যা শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের সময় বিবেচনা করা যেতে পারে।ধারা 32 বি-তে বর্ণিত দফা (a) থেকে (f) শাস্তি নির্ধারণের জন্য একটি কারণ

হিসাবে পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কিত কোনও কারণ ধার্য করে না।যদি আদালত পরিমাণের গুরুত্ব বিবেচনা করে কোনও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তবে উক্ত বিষয়টি প্রাসঙ্গিক কারণ এবং ন্যূনতম মেয়াদের চেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে, এই জাতীয় কোনও বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার সময় আদালত কোনও ত্রুটি করেছে বলে বলা যায় না।

16. সাক্ষী বনাম ইউনিয়ন ***অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য, (2004) 5 এসসিসি 518 মামলায় বলেছিল*** যে এটি একটি সুস্পষ্ট নিষ্পত্তির নীতি যে আইনসভার উদ্দেশ্যটি মূলত ব্যবহৃত ভাষা থেকে সংগ্রহ করা উচিত, যার অর্থ এই যে যা বলা হয়েছে বা যা বলা হয় নি তার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত।একটি নির্মাণ যা শব্দের সংযোজন বা প্রতিস্থাপনের সমর্থনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হয়,তা এড়ানো উচিত। রায়ের 19তম অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছিলঃ

> *"১৯. এটি সুসংগত নীতি যে আইনসভার উদ্দেশ্যটি মূলত ব্যবহৃত ভাষা থেকে সংগ্রহ করা, যার অর্থ এই যে যা বলা হয়েছে এবং যা বলা হয়নি তার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত।ফলস্বরূপ এমন একটি গঠন যা শব্দের সংযোজন বা প্রতিস্থাপনের সমর্থনের জন্য প্রয়োজন বা যার ফলস্বরূপ শব্দ অর্থহীন হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা, তা এড়ানো উচিত।কোনও আইনে থাকা শব্দগুলি পড়া গঠনের সমস্ত নিয়মের পরিপন্থী যদি না তা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়।*

একইভাবে সংবিধানের শব্দের জন্য অন্য কিছু শব্দ প্রতিস্থাপন করে অগ্রসর হওয়া ভুল এবং বিপজ্জনক।এটিও সমভাবে উত্তমরূপে সজ্জিত হয়েছে যে কোনও অপরাধ কার্যকর করার বা জরিমানা আরোপের একটি আইন কঠোরভাবে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। একটি আইন কার্যকর করা একটি শাস্তিমূলক বিধান যা নিজেই এতে ব্যবহৃত বাক্যাংশগুলির সাধারণ অর্থের চেয়ে বিস্তৃত অর্থ বোঝানোর জন্য দ্বিধা করার কারণ।(বিচারপতি জিপি সিংঃসংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিমালা, পৃষ্ঠা 58 এবং 751,9 ম সংস্করণ।) '

17. ধারা 32 বি-তে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট শব্দগুলি আদালত যেমন **উপযুক্ত বিষয় বলে মনে করতে পারে সেগুলি ছাড়াও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে** আদালতের বিবেচনার ভিত্তিতে উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন কারণগুলি ধারা 32B এর দফা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত বিষয়গুলি দ্বারা আবদ্ধ নয়।

18. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রাজ কুমার বাজপাই বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার এর ***(2016) 95 ACrC 896 মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।*** , । আইনের ধারা 32 বি উল্লেখ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একক বিচারক 39 ও 40 অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলেছেনঃ

"39. অতি সতর্কতার সাথে প্রদত্ত রায় ও আদেশের মধ্য দিয়ে দেখার পরে, আমি দেখতে পেলাম যে বিচার আদালত এনডিপিএস আইনের ধারা 8/20 এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত

হওয়ার জন্য এনডিপিএস আইনের অধীনে নির্ধারিত ন্যূনতম শাস্তির চেয়ে বেশি চাপিয়ে দেওয়ার সময়, আপিলকারীদের উপরও এনডিপিএস আইনের ধারা 32 (বি) এ উল্লিখিত কারণগুলি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আরোপিত রায়টিতে কোন আসন্ন কারন নেই যা বিচার আদালতকে আইনের আওতায় নির্ধারিত ন্যূনতম শাস্তির চেয়ে বেশি চাপিয়ে দিতে অগ্রসর করে।

40. রেকর্ডে থাকা প্রমাণের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, আমি সন্তুষ্ট যে বর্তমান মামলায় আইনের ধারা 32 (বি) এ বর্ণিত কোনও কারণই বিদ্যমান নেই যা বিচার আদালতকে আইনের অধীনে নির্ধারিত ন্যূনতম শাস্তির চেয়ে বেশি পুরষ্কার দিতে প্রোৎসাহিত করতে পারে। এইভাবে আপিলকারীদের উপর দণ্ডিত সাজা বহাল রাখা যায় না। ধারা 8/20 এর অধীনে আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ততা বজায় রাখার সময়, আমি এই আপিলকে আংশিকভাবে অনুমতি দিয়েছি এবং ট্রায়াল কোর্টের দ্বারা আরোপিত রায়ের মাধ্যমে প্রদত্ত সাজা পরিবর্তন করেছি এবং 10 বছরের আরআই এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছি এবং জরিমানা প্রদানের খেলাপি আপিলকারীরা আরও এক মাসের সাধারন কারাদন্ডে দায়বদ্ধ থাকবেন।আরোপিত রায় সেই অনুযায়ী সংশোধিত হয়েছে।

19. (১৯) যদিও উপরোক্ত রায়টিতে এটি স্পষ্টভাবে ধরা হয়নি যে ধারা 32 বি-তে বর্ণিত কোনও কারণ উপস্থিত না হলে ন্যূনতম চেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করা যাবে না তবে আদালত উপরোক্ত ভিত্তিতে উচ্চতর শাস্তির আদেশকে খারিজ করতে অগ্রসর হয়েছে।এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারকদের আরও

দুটি রায় রয়েছে যা আমাদের নজরে আনা হয়েছে।প্রথমটি হ 'ল 2008 সালের ফৌজদারী আপিল নং 4301/2008 -এ একক বিচারকের রায় যা কৃষ্ণ মুরারি পাল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার মামলায় প্রদত্ত হয়েছে যেখানে অনুচ্ছেদ 13 তে একক বিচারক ধারা ***32B কে নিম্নলিখিত ভাবে বিবেচনা করেছেনঃ***

> *"১৩. বিচারিক আদালত এনডিপিএস আইনের ধারা ৮/২০ (b) (ii) (c) এর অধীনে অভিযুক্ত আপিলকারীকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানার রায় দিয়েছে এই ভিত্তিতে যে অভিযুক্ত আপিলকারীর দখল থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ বস্তু (গাঁজা) উদ্ধার করা হয়েছে।অভিযুক্ত আপিলকারী উপরে বর্ণিত এনডিপিএস আইনের 32 বি ধারার যে কোনও উপধারার অধীনে কোনও কাজ করেছে তা প্রমাণ করার মতো রেকর্ডে কিছুই নেই।তবে এর অর্থ এই নয় যে ধারা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত উপরোক্ত শর্তগুলির কোনওটির অনুপস্থিতিতে আদালত সর্বনিম্ন সাজার চেয়ে বেশি সাজা দিতে পারবেন না কারণ এই শর্তগুলি আদালত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন কারণগুলির অতিরিক্ত হিসেবে রয়েছে যা অভিযুক্তকে উচ্চতর শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত।বর্তমান মামলায়, নথিতে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে অভিযুক্ত আপিলকারী এবং পূর্ববর্তী ফৌজদারি ইতিহাস বা তিনি পূর্ববর্তী দোষী এবং আপিলকারী বয়সের দিক থেকে অগ্রগণ্য এবং দায়ের করা পরিপূরক হলফনামায় অভিযুক্ত আপিলকারীকে প্রায় 56 বছর বয়সী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।সন্দেহাতীতভাবে অভিযুক্ত আপিলকারীর ভাংয়ের খুচরা বিক্রেতার দোকানের লাইসেন্স ছিল।সুতরাং, মামলার সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে আপিলকারী তার উপর আরোপিত 12 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের হ্রাসকরণ সে বন্দী থাকাকালীন ভোগ*

করে ফেলেছে এবং জরিমানা প্রদানের খেলাপি হিসাবে, এক বৎসর কারাদণ্ডের সময়সীমা কমিয়ে ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের আদেশ হলেই বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে।

20. কৌসুলি আরো একটি মামলার উপর নির্ভর করেছেন যা হল জেল আপীল ***নং 894/2015, রাম আশ্রে বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার , যেখানে এলাহাবাদ*** হাইকোর্টের একজন একক বিচারপতি 32B ধারার উল্লেখ করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"59..... এই আদালতের মতে, যদি উল্লিখিত বিভাগটি আরও মনোযোগ সহকারে পড়া হয়, তবে এটি প্রকাশ পায় যে এতে ব্যবহৃত শব্দগুলি হল "এটি উপযুক্ত মনে করতে পারে" সুতরাং 'may' শব্দটি নির্দেশ দেয় যে আদালতের পক্ষে ন্যূনতম নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে বেশি শাস্তি প্রদানের সময় উল্লিখিত বিভাগের উপ-ধারা (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি বিবেচনায় নেওয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে। সুতরাং এই বিষয়ে বিজ্ঞ আদালত বান্ধবদের বাদানুবাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় নি যে বর্তমান মামলায় নিম্ন আদালত উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রাখে নি তা বিবেচনায় রেখে দন্ডিত শাস্তি হ্রাস করা দরকার।

21. কৃষ্ণ মুরারি পাল এবং রাম আশ্রে (সুপ্রা) মামলায় বিজ্ঞ ***একক বিচারকদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি ধারা 32B*** এর পরিধি এবং সুযোগটি সঠিকভাবে লক্ষ্য করে।

22. পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই মতামত দিচ্ছি যে পদার্থের পরিমানের উপর ভিত্তি করে বিচারিক আদালতের

দ্বারা প্রদত্ত ন্যূনতম সাজার অতিরিক্ত সাজা প্রদানের আদেশ কে দোষ দেওয়া যাবে না যদি আদালত ধারা 32B এর (a) থেকে (f) দফায় উল্লিখিত কারণগুলিতে রূপান্তরিত নাও করে থাকে।যাই হোক, ধারা 32B এর (a) থেকে (f) দফায় উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত অন্য কোনও বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার সময় আদালত ন্যূনতম সাজার চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপ করে, উচ্চ আদালত দ্বারা এটি পরীক্ষা করা যেতে পারে আদালত বিবেচনায় নেওয়া বিষয়টি প্রাসঙ্গিক কারণ কিনা।সুতরাং কোনও মামলার ক্ষেত্রে, যেখানে আদালত একটি অপ্রাসঙ্গিক কারণের উপর নির্ভর করে ন্যূনতম চেয়ে বেশি শাস্তি আরোপ করে এবং যেখানে ধারা 32B এর (a) থেকে (f) এ উল্লিখিত অন্য কোনও কারণ উপস্থিত না থাকে ,সেখানে ন্যূনতমের চেয়ে বেশি সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে।

23. বর্তমান মামলায় উচ্চ আদালত বলেছিল যে যদিও মোট 8.175 কেজি পরিমাণ হিরোইন আপিলকারীর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তবে হিরোইনের প্রকৃত পরিমাণ যা তার দখলে ছিল তা হল মাত্র 609.6 গ্রাম।উচ্চ আদালত বলেছে যেহেতু বিশ্লেষিত প্রতিবেদন অনুসারে আপিলকারীর দখলে মাদকদ্রব্য পাওয়া গেছে 609.6 গ্রাম।যা বাণিজ্যিক পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি, সর্বনিম্নের চেয়ে

বেশি শাস্তি ন্যায়সঙ্গত।হাইকোর্ট শাস্তি 18 বছর থেকে কমিয়ে 16 বছর করেছে।

আমরা এইভাবে বিচারিক আদালত এবং হাইকোর্টের সর্বনিম্নের চেয়ে বেশি শাস্তি প্রদানের রায়কে বহাল রেখেছি, তবে হাইকোর্ট দেখেছে যে আপিলকারী শুধুমাত্র বাহক ছিল এই তথ্যটি সহ বর্তমান মামলার সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিচারের শেষ পর্যায়ে সাজা 16 বছর থেকে কমিয়ে 12 বছর করার ক্ষেত্রে উপ-পরিবেশন করা হবে।সুতরাং, আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় আপিলকারীকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানা সহ 12 বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং এই জাতীয় জরিমানা প্রদানের অনাদায়ে আপিলকারীকে আরও ছয় মাসের জন্য সাধারণ কারাদন্ডে দন্ডিত করতে হবে।উপরে উল্লিখিত হিসাবে আবেদনটি আংশিকভাবে অনুমোদিত হল।

..... জে।
(অশোক ভূষণ)
..... জে।
(কে.এম.জোসেফ)

নয়াদিল্লি,
07 মে, 2019

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.